সমকাল

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

উপজেলা শিক্ষা অফিস ঘেরাও বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

■ বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার ১০৮টি প্রাইমারি স্কুলের প্রাক-প্রাথমিক শাখার শিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিভাবকরা জানান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়ম লঙ্ঘন করে স্কুল কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে নিজেই সরঞ্জাম কিনেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, শিক্ষা কর্মকর্তা যেসব মালপত্র কিনে স্কুলে দিয়েছেন, তার দাম ৮শ' থেকে ১ হাজার টাকা হবে। একটি স্কুল থেকে পাওয়া হিসেবে দেখা যায়, সেখানে মাত্র ৯৮৫ টাকার মালপত্র দেওয়া হয়েছে। সে হিসাবে উপজেলার ১০৮টি স্কুলে এক লাখ ৬ হাজার ৩৮০ টাকার মাল কেনা হয়েছে। ২০০ টাকা করে ভ্যাট বাবদ খরচ হয়েছে ২১ হাজার ৬০০। এছাড়া প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ১৮০০ টাকা দেওয়া হয় বাদবাকি মালপত্র কেনার জন্য। সে হিসাবে আরও এক লাখ ৯৪ হাজার ৪০০ টাকা ব্যয় হয়। বাদবাকি দুই লাখ ১৭ হাজার ৬২০ টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। এসব কারণে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বৃহস্পতিবার উপজেলা শিক্ষা অফিস ঘেরাও করে শিক্ষা কর্মকর্তার কক্ষের চেয়ার অফিসের বাইরে টিল মেরে ফেলে দিয়েছেন। পরে বাজিতপুরের ইউএনওর কাছে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন। ইউএনও শিক্ষা কর্মকর্তাকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ভুল স্বীকার করেন। বাজিতপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল হোসেন খান জানান, তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই সরঞ্জাম কিনেছেন। ইউএনওর কাছে ভুল স্বীকারের ঘটনা মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, ঘটনাটি তো শেষ হয়ে গেছে। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. গোলাম মাওলা জানান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী বরাদ্দ টাকা প্রতিটি স্কুলে বিতরণ করা হবে। শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা বিষয়টি তদারকি করবেন। প্রধান শিক্ষকসহ অন্যদের নিয়ে স্কুল কমিটি মানসম্মত সরঞ্জাম ক্রয় করবে। কোনোভাবেই এককভাবে মালপত্র ক্রয়ের সুযোগ নেই।